মাসিক কম্পিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh
প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
উপ-সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু
প্রধান নির্বাহী মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর

প্রচ্ছদ মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান সরকার পিন্টু
অঙ্গসজ্জা সমর রঞ্জন মিত্র
রিপোর্টার স্থপতি বদরুল হায়দার
রিপোর্টার সোহেল রানা

মুদ্রণে : মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
২৭৮/৩, এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক সাজ্জাদ হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪, ৯৬১৩০১৬,
০১৭১১৫৪৪২১৭, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Editor Golap Monir
Deputy Editor Main Uddin Mahmood
Executive Editor Mohammad Abdul Haque Anu
Chief Executive Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz
Correspondent Md. Masudur Rahman

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

করোনার সময়ের লেখাপড়া

এরই মধ্যে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল করোনা প্রভাবের মধ্য দিয়ে। এখনো এর প্রভাব থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বর্তমান বছরের প্রথম ৬ মাস প্রায় শেষের পথে। বলা যায়, এই ছয় মাস দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। শিগগিরই এগুলো খোলার সম্ভাবনা খুব কম। এমনি অবস্থায় কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে এখন চলছে ভার্চুয়াল টিচিং। তারা অনলাইনের মাধ্যমে তাদের শিক্ষাদান চালু রাখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এটি উপেক্ষা করা যাবে না– ভৌত ক্লাসের অভিজ্ঞতা কখনই প্রতিস্থাপিত করা যাবে না ভার্চুয়াল ক্লাসের অভিজজ্ঞতা দিয়ে। কারণ, ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমে ভৌত ক্লাসের মতো ছাত্রদের শিক্ষাদানে সম্পৃক্ত করা ও মিথষ্ক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় না। তাই ভার্চুয়াল টিচিং পুরোপুরি কোনো সমাধান নয়। তা হতে পারে মন্দের ভালো সাময়িক কোনো সমাধান।

এদিকে বাংলাদেশে করোনার কারণে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষাবর্ষ হারিয়ে ফেলার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ থাকা এবং পাবলিক পরীক্ষা স্থগিত রাখার কারণে এই ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এমনি প্রেক্ষাপটে বিশেষজ্ঞদের কারও কারও পরামর্শ হচ্ছে– চলমান লকডাউনের সময়ে কৌশলগতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আবার খুলে দেয়া। কারণ, এর ফলে অভিভাবকেরা তাদের প্রতিপাল্যের শিক্ষার ব্যাপারে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন। আর্থিক দিক থেকেও তারা উপকৃত হবেন। বর্তমানে ১ কোটি ৭২ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৬ লাখ ৩৫ হাজার ২৪০। এরই মধ্যে তাদের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। উত্তীর্ণরা অপেক্ষা করছে কলেজে ভর্তির জন্য। প্রায় ১০ লাখ এইচএসসি পরীক্ষার্থী কয়েক মাস ধরে অপেক্ষার দিন গুনছে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য।

এমনি পরিস্থিতিতে শুধু ভার্চুয়াল তথা অনলাইন ক্লাসই সমাধান নয়। আমাদের প্রয়োজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কৌশলগতভাবে খোলার ব্যবস্থা করা। তা সত্ত্বেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আবার খুলে দেয়া সহজ কাজ নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থীদের করোনা-প্রতিরোধী স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। পর্যাপ্ত ভাইরাস প্রতিরোধী ব্যবস্থা আগে থেকে নিশ্চিত না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া হবে আত্মঘাতী পদক্ষেপ। আর এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য, তেমনি শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য।

আমাদের মনে রাখতে হবে দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা বাড়িতে ঘরবন্দি থাকতে থ াকতে মানসিকভাবে কিছুটা পীড়নের মধ্যে রয়েছে। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সবার আগে খোলার উদ্যোগ নিতে হবে। তা ছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইনে শিক্ষাদান খুবই জটিল এক বিষয়। তবে আবারও বলছি, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিরাপত্তা আগে থেকেই নিশ্চিত করেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো খোলার উদ্যোগ নিতে হবে। এসব স্কুলে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেই উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে উচ্চ বিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়ার।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার উদ্যোগ নেয়ার আগে পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে লাল, হলুদ ও সবুজ অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমে সবুজ অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া যেতে পারে। এ অঞ্চলে নিরাপত্তা উদ্যোগ কার্যকর প্রমাণিত হলে পরে অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা যেতে পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেয়া হলেও আশঙ্কা আছে– উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষাঙ্গনে ফিরে আসতে পারবে না অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে। করোনাভাইরাসের বিরূপ প্রভাবে রুজি-রোজগার হারিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। বেসরকারি সেবা সংস্থা ব্র্যাক গত সপ্তাহে একটি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বিগত এপ্রিল ও মে মাসে পরিচালিত এই জরিপ মতে, জরিপে অংশ নেয়া ৬৭ শতাংশ মানুষ বলেছে, এরা এখন নতুন করে গরিব হয়েছে। এর আগে এরা গরিব ছিল না। আর তাদের এই গরিব হওয়ার কারণ করোনার অভিঘাতে পড়ে কাজ হারানো। জরিপে আরও বলা হয়, করোনার প্রাদুর্ভাবের প্রথম দিকে ৯৫ শতাংশ পরিবারের আয় কমে যায়। তবে এই হার ৭৬ শতাংশে নামে এপ্রিল ও মে মাসে। অধিকন্তু, জরিপ মতে ৫১ শতাংশ পরিবারের আয় একদম শূন্যে নেমে গেছে। জরিপে অংশ নেয়া ৬২ শতাংশ মানুষ জানিয়েছে তারা করোনার কারণে চাকরি হারিয়েছে। আর ২৮ শতাংশ অর্থনেতিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।

জানা যায়, সরকার এখন চেষ্টা করছে অনলাইনে ও টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া জোরদার করতে। কিন্তু মনে রাখতে সব পরিবারে ইন্টারনেট কিংবা টেলিভিশন নেই। তাই এর পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে খুলে দেয়ায় উপায় উদ্ভাবন করতেই হবে।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ